কবিতাবলি

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা

পৃথিবীতে অপার্থিব প্রেম
মায়াময় সংসারে
নিকষিত হেম।
মূর্তিমান সরলতা ঐশী প্রকাশ
যুগে যুগে অবতরি
কর তমোনাশ।
পরিপূর্ণ পবিত্রতা সত্ত্ব-গুণাধার
জীবদুঃখে অবিরত
করুণা অপার।
ত্যাগের মুরতি প্রভু বাঞ্ছিত নিধি
জগতের কল্যাণে
কৃপার বারিধি।
জীবনের সারসত্য অমূল্যরতন
শ্রীচরণে নিবেদিত
ক্ষুদ্র প্রাণ, মন।

তোমার সামনে দাঁড়াই

রতনকুমার নাথ

যখনই দৈনন্দিন ক্লীবতার সংসারে
মেরুদণ্ড ঝুঁকে পড়ে
ছোট-বড় ভয়ের বৃত্তে বন্দি হয়ে পড়ি

তখনই,
তোমার ওই বিচিত্র মুদ্রার মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াই
মনে হয়, আর কোনও ভয় নেই
তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসংকেতে
যেন অসীমের সব শক্তিপ্রবাহ
আমাতে সঞ্চারিত হতে থাকে

আমি যেন পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠি
মেরুদণ্ড ধীরে ধীরে সোজা হয়ে যায়।

সাধ

বলদেব দাস

অন্ধকার নামে ভুঁয়ে
মাথা আসে নুয়ে
তোমার চরণপদ্মে মতি
রেখে ছুঁড়ি হীরে-মোতি
ছুঁড়ে ফেলি নাম অলংকার
যদি দাও আশ্রয় তোমার।

কত বসন্ত কত না শীত
বয়ে গেছে, জীবন-সংগীত
তবু হয়নি যে বাঁধা মনোবীণে,
অগভীর মজা-স্রোতে প্রাণে
দাও স্পর্শলোভ আকুলতা—
জুড়াই বেদনা যত ব্যথা!

অনন্ত বিস্ময়ে ফোটে ফুল
চরণাশ্রিত হয়েছে আকুল,
তারা ঝরে তবু পায় ঠাঁই
তেমনই সৌভাগ্য চাই
আমারও জন্মজন্মান্তরে—
এই জন্ম দাও পুষ্প করে।

কামনার বাঁধে পড়ি বাঁধা
ভক্তিরাগও হয়নি যে সাধা
পাপড়ি ছিঁড়ে নিই পুষ্পঘ্রাণ,
দিনান্তসূর্য বুঝি তাই ম্লান
রিক্তহাতে নিঃস্বতার স্বাদ
পাদপদ্মে আশ্রয় এজন্মের সাধ।

উঠোনে নামুক আরও অন্ধকার
গভীর তমসারাশি ছাড়ুক হুঙ্কার
সভয়ে দুচোখ যাক বুজি—
মায়ের মতো যেন তোমাকেই খুঁজি
পাই চির আনন্দ পুণ্য স্বর্গদ্বার
রাতুল চরণে তোমার।

প্রেমের ঠাকুর

গোপা আচার্য

কল্পতরু হয়েছিলে, সে তো অনেক কালের কথা।
তোমার পরশ ভুলিয়েছিল গৃহীজনের সকল ব্যথা।
'তোমাদের চৈতন্য হোক'—বাতাসেতে ছড়িয়ে গেল
ঠাকুর তোমার অসীম কৃপায় অন্ধ মানুষ দৃষ্টি পেল।
চতুর্দিকে এখন আঁধার, ঠাকুর, তুমি আবার এসো
আছে যত পাপী-তাপী, তাদের তুমি ভালবেসো
বুকের ঘরের অন্ধকারে চেতনারই প্রদীপ জ্বালো
ঘুচবে তবে জমে থাকা মনের যত কলুষ, কালো।
ত্রিতাপ জ্বালায় ঘুরে ঘুরে অবোধ মানুষ দিশাহারা।
তুমি তাদের পথটি দেখাও, ঝরুক তোমার আশিসধারা।
বিশ্ব জুড়ে হানাহানি, বিদ্বেষ আর রক্তপাত,
বিবেকহীন অসুর-মানুষ, বাড়াও তোমার দয়াল হাত।
বপন করো সবার বুকে প্রেমের ঠাকুর, প্রেমের তরু
তুমিই জানি পরিত্রাতা, হও গো আবার কল্পতরু।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাভিক্ষা

কুড়নচন্দ্র ঘোষ

সংসারের দাবদাহে হৃদয় বিকল,
অগ্রজ, অনুজ সবে ছেড়ে চলে যায়—
স্বাস্থ্য, আয়ু, প্রফুল্লতা—সকলি হারায়
অলক্ষিতে। মহাশূন্যসম ধরাতল।
শৈশব, কৈশোর, যুবাবস্থা ঘোর ছল—
জীবনের গুরুভার বয়ে চলা দায়।
খুঁজিয়া সান্ত্বনাকণা আকাশে তারায়
হতোদ্যম, হতাশ্বাস, হৃত-মনোবল।
সহসা হৃদয়ে তব চরণকমল
করিয়া প্রত্যক্ষ, সখা, জীবন জুড়ায়।
অগতির গতি মম অন্তিম সম্বল
তুমিই প্রভাতরবি পাহাড়চূড়ায়!
বিরাজো অন্তর জুড়ে দাও কৃপাকণা;
দূর করো দৃষ্টি হতে ভবের ছলনা।

পরম

আশিস নাজির

পরম তোমার পরশ যখন লাগল প্রাণে
সকল প্রদীপ উঠল জ্বলে মনের কোণে
প্রথম সেদিন চেয়ে দেখি আকাশপানে
হৃদয় জুড়ে তোমার প্রকাশ নীরব গানে।
শিশিরছোঁয়া সবুজ ঘাসে প্রাণের মেলা
তোমার ডাকে সকল ভুলে এগিয়ে চলা
নতুন পথে সেই যে হল যাত্রা শুরু
প্রাণের ছোঁয়ায় শীতল হল জীবনমরু।
চোখের জলে ধুয়ে গেল মলিনতা
হৃদয়মাঝে দেখি তোমার আসন পাতা
অশেষ তুমি অরূপ তুমি সবার মাঝে
প্রাণের বীণা প্রাণের মাঝে উঠল বেজে।
সারা জীবন ছিলে তুমি আমার পাশে
জানি পরম, ধরবে এ-হাত দিনের শেষে
সেই আশাতে দিন গুনেছি আপন মনে
রাখো কথা পার করো হে, দীনজনে।

উপলব্ধি

বিশ্বরূপ সেনগুপ্ত

তোমার নামে জয়গানে সফল হব বলে
সারাজীবন কাটিয়ে গেলাম চাওয়া-পাওয়া ভুলে।

সন্দেহটা রয়েই গেল পথের কাঁটা গেড়ে
মনের কাঁটা খুঁজে না পাই ব্যর্থ অহংকারে।

জ্ঞান-অজ্ঞান আঁধার-আলো শুচি-অশুচি কঠিন বিচার
ঠাকুর তোমার জগৎমাঝে কী বিচিত্র সংসার!

মুখেই শুধু 'ঠাকুর ঠাকুর', আসল কাজে ফাঁকি
তাই তো ভাবি আর কতকাল আছে আমার বাকি।

অনুধ্যানে

স্বপন মুখার্জি

তোমার দুচোখে ‘গঙ্গা’
আমার দুচোখে তুমি
দু-পায়ের নিচে ‘গোল বারান্দা’
চিহ্নিত লীলাভূমি

তোমার দুচোখে ‘কালী’
আমার দুচোখে জল
কালের কপোলে বাৎসল্যের
তারল্য টলোমল

তোমার দুচোখ নভে
‘কালো মেঘে বকপাঁতি’
স্তম্ভিত কাল তুমি বেসামাল
আজও সেই ধ্যানে মাতি

অনুরাগী-চোখে তুমি
এই কালী এই শিব
শান্ত দুপুর শুনশান
পৃথিবী ছুঁয়ে ত্রিদিব

সে সয়

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমপুরুষ দিয়েছেন যে অভয়
এই সংসারে যে সয় সেই রয়
সহজ সরল এই কটি শুধু কথা
যুগ যুগ ধরে পেয়েছে সার্থকতা।
সহিষ্ণুতাই মহাগুণ মানুষের
থাকে না সবার পরীক্ষা ধৈর্যের,
সমাজজীবন অস্থির বড় আজ
শান্ত থাকাটা বড়ই কঠিন কাজ।
সহ্য করায় নেই তো কাপুরুষতা
ভুল করে কেউ ভাবে তা দুর্বলতা
আসলে যারাই মনে যত দুর্বল
সহিষ্ণুতায় তারা তত নিষ্ফল,
সহ্যের কোনও নেই সীমা-পরিসীমা
মনোবলই দেয় সহ্য ধৈর্য ক্ষমা।

শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

শাঁখ ফুঁকি,
মেলাই লোক জুটে যায়!
সারাজীবন এই তো করছি!
দিনরাত চামচিকে-চেঁচামেচি!
পুরীষ-দুর্গন্ধ!...
হায়! কবে যে হবে বন্ধ?
ভেতরে হয়ে শুদ্ধ, কবে মাধব বসাব?

এগারোটা চামচিকে, বেড়েবর্তে এখন
এগারোশো হয়ে গেছে।
জপধ্যান করতে বসলে
কাম-কাঞ্চন টানে।
হাঁটাচলা কথাবলা মনন চিন্তনে...
‘মা’ কিংবা ‘মাধব’—তুমি কোথায়?
লেকচার দিই,
দুটো কথা শিখতে না শিখতে
পাঁচ কথা শেখানোর তাগিদ।
শাঁখ শুনে এসেছিল যারা,
ফাঁকা আওয়াজ বুঝে চলে গেছে
তুমি বলো মাধব,
নিজের কাছে নিজেকে কী করে বাঁচাই?

তোমার আমি হই

মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস

তোমার কথা ভাবব ঠাকুর
সময় কি আর মেলে,
বিষয়-আশয় অর্থ-কড়ি
ভাবনা ভেবেই চলে।
বললে ঠাকুর, টাকা মাটি
মাটিই যে রে টাকা,
টাকা বিনে, ঠাকুর আমার
সবই লাগে ফাঁকা।
সংসারেতে বললে ঠাকুর
পাঁকাল মাছটি হতে,
লাগল কাদা সারা গায়ে
মোহমায়ায় মেতে।
বললে তুমি, সরল হয়ে
থাকতে শিশুর মতো,
হলাম নিয়ে স্বার্থ-চিন্তা
ধেড়ে খোকার মতো।
বললে নিয়ে নিষ্ঠা ভক্তি
ডাকতে শুধুই মাকে,
ষড়রিপুর দাসটি হয়ে
কাটাই জীবনটাকে।
করব কী যে বলো ঠাকুর
'আমি'ই আমার নই।
এবার আমায় কৃপা করো
তোমার 'আমি' হই।

তুমিই তিনি

মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণের অঝোর ধারায় বৃষ্টি
তোমার আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ছে
প্রাণে ধরার মতো উপমা দিয়ে
মনে মনে তোমাকে সাজাই।
যেখানে যত আনন্দ
মালা হয়ে হাতে এলে
তোমাকে পরিয়ে
মনের সাধ মেটাই।
শিরে শিখিপাখা নেই
গলে নেই বনমালা
এযুগে তবু তুমিই তিনি
রাধা যিনি তিনিই তো আরাধ্যা।
ত্রেতাযুগে অবতার রাজবেশে
কলিতে এসে ধরাধামে
পরিধেয় বস্ত্র থাকে কি না থাকে
তবু তুমি অবতারবরিষ্ঠ
'জ্যোতির জ্যোতি' হয়ে
ভক্তজনের হৃদিকন্দর আলোকিত কর
তোমার আশীর্বাদি ফুল হয়ে
তোমার শ্রীপাদপদ্মে
আশ্রয় পাব নিশ্চিত জেনে
আশায় দিন গুনছি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

সহস্রধারার মতো নেমে আসুক নয়ননীর
ভেসে যাক প্রতিকূলতার বাতাবরণ
অস্থিরতার নাগপাশ ছিন্ন করে
স্থির হোক বিধ্বস্ত মন।
তোমার চরণছবি ধরে রেখেছি হৃদয়ে
মুক্তমনে জাগিয়ে তোলো সেবার কাজ
'মানুষ' শব্দ সমার্থক হোক জীবনে
আলোয় অন্তস্তল করো আলোকিত।